بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

# খুতবা জুমআ

***'প্রত্যেক আহমদীর এটি কর্তব্য যে, যদি সে নিজেকে আহমদীয়াতের অন্তর্ভূক্ত মনে করে তাহলে সদা জামাতের কর্মকান্ডের সহিত দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করা এবং খেলাফতের সহিত বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখা প্রযোজ্য, কারণ বয়াতের সময় এই প্রতিজ্ঞাই সে করেছিল। খেলাফতের পক্ষ হতে যে সমস্ত নির্দেশাবলী আসে, যে সমস্ত উপদেশাবলী প্রদান করা হয় এবং যে অনুষ্ঠানসূচী প্রেরণ করা হয় তা কার্যকরী করাতেই সেই প্রতিজ্ঞাপালন সম্ভব।'***

**সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল নূর হল্যান্ড হতে প্রদত্ত ৯ই অক্টোবর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ**

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন,- এখানে আহমদীদের অধিকাংশই জন্মগত আহমদী অথবা তারা, যাদের শৈশবকালেই গৃহে আহমদীয়াত প্রবেশ করেছে এবং তাদের ক্রমবিকাশ আহমদী পরিবেশে হয়েছে তাছাড়া তাদের মধ্যেও অধিকাংশই পাকিস্তানী যাদেরকে এই দেশে এজন্য থাকার ও এখানকার নাগরিকত্ব অর্জিত হয়েছে বা অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছে কারণ আপনারা এখানে এসে এ কথা স্বীকার করেছেন যে পাকিস্তানে আপনাদের উপর স্বাধীনভাবে স্বীয় ধর্মানুযায়ী, ইসলামী শিক্ষানুযায়ী তার পালন ও প্রচার করার অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল না, বা নেই। কতক এমনও আছেন যাদের উপর সরাসরি মামলা মকদ্দমাও জড়িত রয়েছে। সুতরাং এই সংখ্যাগরিষ্ঠ আহমদীদের এখানে অবস্থানের অনুমতি ও এখানকার সরকারের সহানুভূতি এজন্য প্রাপ্ত হয়েছে যে আপনারা নিজেদেরকে আহমদী বলে থাকেন। অতএব এই আহমদী হওয়ার ঘোষণা আপনাদের উপর কিছু দায়িত্ব আরোপ করে এবং এই সমস্ত দায়িত্বাবলী হতে সেও বাহিরে নয় যারা নিজস্ব শিক্ষার্জন বা ভিন্ন কোন বিশেষ দক্ষতার উপর নির্ভর করে এ দেশে এসেছেন এবং এখানে এসে স্বীয় শিক্ষার সামর্থ্য ও দক্ষতাকে অধিক বিকশিত করার সুযোগ লাভ করেছেন এবং নিজেকে আহমদীয়া জামাতের সহিত সংপৃক্তও করে থাকেন। এরূপে নবাগত আহমদীরাও আছেন তারা যখন বয়াত বা অঙ্গীকারবদ্ধ হন এবং জামাতে এজন্য যুক্ত হন যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর দাবীর সত্যতার উপর তারা বিশ্বাস রাখেন তাহলে বয়াতের পরেও তাদের উপরও এই বয়াতের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব বর্তায়। আল্লাহতাআলা তাদেরকেও এই কারণে এই দায়িত্বাবলী হতে নিষ্কৃতি দেবেন না যে তারা বলে বসবেন যে আমরা জন্মগতসূত্রে আহমদীদের বা পুরানো আহমদীদের যেভাবে করতে দেখেছি সেভাবেই করেছি।

এ যুগে আমাদের তরবীয়ত বা প্রশিক্ষণ ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর কোরআন ও সুন্নত সম্পর্কিত ব্যাখ্যাগুলির বিবরণ ও লেখনীকে অনুধাবন করা উচিৎ সেগুলিকে দেখা ও পড়া আবশ্যক এবং এগুলি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত আছে। অর্থাৎ কারুর সম্মুখে কোনও প্রকার অজুহাত নাই। সেই সকল আহমদীদের আমি এও বলতে চাই যে আপনাদের দৃষ্টান্ত বা নমুনা দেখে যদি কারুর পদস্খলন ঘটে তবে আপনিও সেই ত্রুটি ও পাপের জন্য অবশ্যই অংশীদার স্বাব্যস্ত হবেন। সুতরাং পুরাতন আহমদী যাদের উপর আল্লাহতাআলা কৃপা বর্ষণ করেছেন যে তাদের পিতা-পিতামহ আহমদী হন বা তাদের শৈশবকালেই আহমদীয়াত লাভ হয় এবং তৎসঙ্গে আল্লাহতাআলার অপার করুণা ও কৃপাবশত: এখানে এসে তাদের উত্তম পদমর্যাদা বা অবস্থাস্থল অর্জিত হয়। তাদের বিস্মৃত হওয়া উচিৎ নয় যে, সে জামাতের করুণার অধীনে এবং সেই করুণার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাদেরকে স্বীয় অবস্থার মধ্যে অতুলনীয় পূণ্য পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা উচিৎ এবং নিজ সন্তানদিগকেও আল্লাহতাআলার জামাতে সম্পৃক্ততার কারণে সেই দয়া বা করুণা সম্পর্কে জ্ঞাত করানো উচিৎ। সেইভাবে প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য হোল যখন সে নিজেকে আহমদীয়াতের অন্তর্ভূক্ত বলে পরিচিতি প্রদান করে তখন সদা জামাতের কর্মকান্ডের সহিত দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখা এবং খেলাফত আহমদীয়াতের সহিত বিশ্বস্ততার ও আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপন করা তার জন্য অতি আবশ্যক কেননা বয়াতের সময় এই প্রতিজ্ঞাই সে করেছিল। আল্লাহতাআলার কৃপায় নবাগতদের বিশেষ করে তারা যারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে উন্নত দৃষ্টিকোণ মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর দাবীকে অনুধাবন করে আহমদীয়াতকে গ্রহণ করেছে, সে তার বয়াতের অঙ্গীকার ও তার শর্তগুলিতে দৃষ্টিনিক্ষেপও করতে থাকে বহু ব্যক্তি আমাকে প্রচুর পত্রাদি লিখে থাকেন পরন্তু তারা যারা জন্মগতসূত্রে

আহমদী বা যারা তাদের শৈশবে পিতামাতার মাধ্যমে আহমদীয়াতপ্রাপ্ত হয় এবং যারা এখানে আসার পর বেশীর ভাগ পার্থিব বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তারা সাধারণত না বয়াতের শর্তাবলীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে আর না তারা বয়াতের অঙ্গীকারগুলিকে অনুধাবন করে থাকে আর না তারা আহমদীয়াতের ফলে আল্লাহাতাআলার দয়াগুলিকে স্মরণ করে অথচ বর্তমানে সর্বক্ষেত্রে যেখানে এম.টি.এ মাধ্যমে বয়াতের কার্যক্রমও দেখানো হয়ে থাকে ও শোনানো হয় এদিকে মনোযোগসহকারে বয়াত ও বয়াতের প্রামাণ্যতাকে বোঝার এবং তাকে কার্যকরী করতে সচেষ্ট হয় না। এরূপে খেলাফতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ককে এ প্রক্রিয়াতে সংযুক্ত করার চেষ্টা করে না যা বয়াতের অধিকার।

অতএব প্রত্যেকে যখন নিজেকে নিরীক্ষণ করবে তখন সে স্বয়ং অনুধাবন করবে যে সে কোন পর্যায়ে দন্ডায়মান। এই মুহূর্তে আমি এই নিরীক্ষণ সম্পর্কিত বয়াতের শুধুমাত্র একটি শর্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। এটিকে কেবল ক্ষীণ দৃষ্টিতে না দেখে বরং এর দিকে দৃষ্টিগোচর করে এবং তারপর নিজেকে নিরীক্ষণ করুন আর যদি এ নিরীক্ষণের উত্তর ইতিবাচক হয় তবে তো সৌভাগ্যবান সে এবং খোদাতাআলার কৃপারাজিকে একত্রিকরণের যোগ্য। এরূপ ব্যক্তি দুর্বলতা থাকলে সেটিকে সংশোধনের চেষ্টা করুন। বয়াতের দশম শর্তে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এভাবে বর্ণনা করেন যে,-

***"আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হোল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবো, এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতই সুদৃঢ় ও ঘনিষ্ট হবে যে, পৃথিবীর কোন প্রকার আত্মীয়তায়, আন্তঃসম্পর্কে বা সকল দাসত্ব ব্যবস্থাপনায় উহার তুলনা পাওয়া যাবে না।"***

সুতরাং এটি সেই উক্তি যা আমাদের তিনি (আঃ)এর নিঃস্বার্থ এবং অসীম ভালবাসা ও সম্পর্ক স্থাপনের দায়িত্ব আরোপ করে। তিনি আমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নিচ্ছেন। কি অঙ্গীকার নিচ্ছেন? এটাই যে, আল্লাহতাআলার সপক্ষে আমার সাথে প্রেম, সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্ববন্ধনের উত্তম পর্যায়ের আদর্শ স্থাপন কর। এই অঙ্গীকার নিচ্ছেন যে, এটিকে স্বীকার করো যে, তাঁর প্রতিটি বৈধ রায় বা সিদ্ধান্তকে সম্মানসুলভ মান্যতা দান করবো অর্থাৎ প্রতিটি সেই বাক্য যে জন্য খোদাতাআলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। সেই প্রত্যেকটি বিষয় যার ইসলামী শিক্ষার দৃষ্টিপটে তিনি আমাদের উপদেশ প্রদান করবেন আবার এটিকে মান্যতাই নয়, তার সম্পূর্ণ আনুগত্যই নয় বরং মৃত্যুর অন্তি লগ্ন পর্যন্ত এতে দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করবো ও কার্যকরী করবো এবং সেই অঙ্গীকারও রক্ষা করবো, যে সম্পর্ক স্থাপন ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন হবে এর পর্যায় এমন উচ্চ মানের হবে যার দৃষ্টান্ত পার্থিব আত্মীয়তা ও আন্তঃসম্পর্কেও পাওয়া দুরূহ। এই সম্পর্ক স্থাপনের দৃষ্টান্ত না সেই পরিস্থিতিতে দেখা সম্ভব যখন মানুষ কারুর সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে পবিত্র সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয় অথবা যার দৃষ্টান্ত সেই পরিস্থিতিতে দেখা যায় যখন মানুষ কারুর দ্বারা দয়াদ্র হয়ে নিজেকে তার হাতে সমর্পন করে দেয়। সুতরাং এই অঙ্গীকার যে এই পৃথিবীতে আঁ হযরত (সাঃ)এর পর উত্তম পর্যায়ের ভালবাসা যদি কারুর সহিত সম্ভব হয় তাহলে তাঁর (সাঃ)এর নিবেদিত প্রাণ ও দাস এর সহিত। অতএব এই সেই পর্যায় যা আমাদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা উচিৎ। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বয়াতের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর তাঁর সহিত কিরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিৎ প্রত্যেকে এই বিষয়গুলির আলোকে স্বীয় নিরীক্ষণ স্বয়ং নেওয়া উচিৎ। আমরা কি সেই পর্যায়ে উপনীত হয়েছি না যখন জাগতিক সমস্যাবলী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের সম্মুখে আসে, জাগতিক সুফল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন আমরা ঐ সমস্ত কথা বিস্মৃত হই বা ভুলে যাই ও পার্থিব সম্পর্কাবলী ও পার্থিব স্বার্থাবলী ঐ ভালবাসা ও আন্তঃসম্পর্ক এবং আনুগত্যের উর্দ্ধে স্থান পায় বা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। যদি ধর্মের প্রকৃত মর্মবোধ ও চেতনা থাকে তবে ধর্মীয় কর্ম মানুষ ভালবাসা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার অনুভবের সহিতই সম্পন্ন করবে। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদের নিকট এ প্রত্যাশা রেখেছেন যে, তাঁর বয়াতের অন্তর্ভুক্তির পর সেই অনুভূতিকে অধিক জাগ্রত করি বা বৃদ্ধি করি। যতক্ষণ না এই আবেগ-অনুভূতি, আনুগত্য ও আন্তরিকতা, ভাবাবেগ এবং সুসম্পর্ক স্থাপন না হবে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করা হয় তারও কোন প্রভাব পড়বে না। সেগুলিকে কার্যকরী করার চেষ্টাও হবে না। সুতরাং যদি উপদেশাবলী পালন করতে হয় তাঁর কথাগুলিকে মান্য করতে হয় এবং বয়াতের অঙ্গীকারগুলিকে স্বয়ং সিদ্ধ করতে হয় তাহলে নিজস্ব আনুগত্য ও আবেগ ও আন্তরিকতার মানকে উন্নত করা আবশ্যক। প্রত্যেক আহমদীকে বুঝা উচিৎ যে, বৈধ আনুগত্যের অর্থ হোল ভালবাসা ও আন্তরিকতাকে অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে বিশুদ্ধ আনুগত্য করা এবং বিশুদ্ধ আনুগত্য সেই পরিস্থিতিতে সম্ভব যখন কারুর প্রতি আনুগত্য করা হয় তার সমস্ত আদেশ অনুসন্ধান করা ও অন্বেষণ করা হয়। সুতরাং এটি আবশ্যকীয় যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদের নিকট যে প্রত্যাশা রেখেছেন, যে আদেশ প্রদান করেছেন সেগুলি অনুসন্ধান করি এবং সেগুলি পালনের চেষ্টা করি নতুবা এটি নিছক দাবিমাত্র যে আমরা তাঁর সমস্ত কথার পালন করি। কথাগুলি আমাদের বোধগম্যেই নেই যে কথাগুলি কি যা আমাদের পালনীয়, কোনগুলিকে মান্যতা দেওয়া কর্তব্য। সুতরাং আহমদী হওয়ার সাথে এও শর্ত প্রযোজ্য যে, নিজ

শিক্ষাকে বর্ধিত করা হোক, আল্লাহতাআলার নিমিত্তে যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে সেটিকে আল্লাহতাআলার সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে বর্ধিত করা হোক এবং বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে স্বীয় জীবনকে সেই অনুযায়ী পরিচালনা করা হোক।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) জামাতের সদস্যদের যে উপদেশ দান করেছেন এবং সদস্যদের নিকট যে প্রত্যাশা রেখেছেন সেগুলি তাঁর (আঃ)এর বিভিন্ন পুস্তকাদি এবং বর্ণনাতে বিদ্যমান। এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সম্মুখে তার মধ্য হতে অল্প কিছু উপস্থাপন করছি: হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,- "আমাদের জামাত এমনটি হওয়া উচিৎ যেন কেবলমাত্র বাগড়ম্বর বা আক্ষরিকতায় না থাকে ( লোকদেখানোতে না থাকে বা শুধুমাত্র কথাতেই না থাকে) বরং জামাতের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে পূরণকারী হন (প্রকৃত উদ্দেশ্যটি কি? তিনি বলেন) আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধন করা উচিৎ। কেবলমাত্র সমস্যাবলী দ্বারা খোদাতালাকে তুমি সন্তুষ্ট করতে পারবে না। যদি আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন নাই তো তোমার এবং অন্যান্যদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তিনি (আঃ) বলেন যে,- প্রত্যেকের উচিৎ যে নিজস্ব দায়িত্বভারকে অনুভব করা এবং নিজস্ব প্রতিজ্ঞাকে পালন করা।

সুতরাং সাধারণ মতবাদের ভিত্তিতে নিজেকে পরিবর্তন করা বা বয়াত করা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর দাবীকে বা সত্যতাকে মান্য করে নেওয়া, সমস্যা ও তর্কবিতর্কের মাধ্যমে অন্যের মুখ বন্ধ করে দেওয়া কোন মুল্য রাখে না যদি ব্যবহারিক পরিবর্তন সাধন না হচ্ছে। তিনি (আঃ) বলেন যে,- 'নিজ আত্মিক পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হও, নামাজে প্রার্থনা করো। সাদকা খয়রাত দ্বারা এবং অন্যান্য ধরনের বিপদ হতে وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا তে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا কি? অর্থাৎ আল্লাহতাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার রাস্তায় চেষ্টা করে থাকে তাদের কি পরিস্থিতি হয় لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا যে,- আমরা অবশ্যই তাদের নিজ দিকে পরিচালিত করবো।

এই বিষয়ের উপর অন্য একটি স্থানে তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,- 'এটি কিভাবে সম্ভবপর যে, যে ব্যক্তি অত্যন্ত উপেক্ষার সহিত অলসতা করছে অথচ এভাবেই খোদাতাআলার কৃপা হতে লাভবান হয়ে যাবে যেভাবে সেই ব্যক্তি যে তার সমস্ত বিচারবুদ্ধি ও সমস্ত ক্ষমতা এবং সমস্ত আন্তরিকতার দ্বারা তাকে অন্বেষণ করছিল অর্থাৎ খোদাতাআলাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

সুতরাং তিনি (আঃ) যখন আমাদেরকে বলেন যে, আমার কথা মান্য করো এবং আমার পশ্চাতে চলো এবং আমার সঙ্গে আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপন করো তো এজন্য যে, আল্লাহতাআলাকে অন্বেষণের পথ আমি প্রদর্শন করি, আমাদেরকে অবগত করেন যে তোমরা কিভাবে আল্লাহতাআলাকে লাভ করতে পারো এবং আল্লাহতাআলার কৃপাবারি হতে অংশ গ্রহণকারী হতে পারো। নিজেদের নামাজকে সঠিকভাবে সময়মত পাঠকারী হও। আল্লাহতাআলার ভালবাসাকে শোষণ করার জন্য সদকা ও দানের প্রতিও মনোযোগ দাও অর্থাৎ তিনি (আঃ)এর সহিত সম্পর্ক ও আনুগত্যের সম্পর্ক আমাদেরকে খোদাতাআলার সহিত সম্পর্ককে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করছে।

এরপর আল্লাহতাআলা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর পর খেলাফতের ব্যবস্থাপনাকে আমাদের মাঝে স্থাপন করেন এবং খেলাফতের ব্যবস্থাপনাও এ কর্মকান্ডকে অগ্রগতি দান করবে যা খোদাতাআলা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে অর্পণ করেছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষীতে খেলাফতের সহিতও আন্তরিকতা ও আনুগত্যের সম্পর্কবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারি। যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে পৃথিবীতে ইসলামের বাণীকে পৌঁছানো আমাদের কর্তব্য। যুগ খলীফার হস্তেও প্রতিটি আহমদী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় সুতরাং এই প্রতিজ্ঞাকে পালন করাও আবশ্যক আর এজন্য খেলাফতের পক্ষ হতে যে সমস্ত নির্দেশাবলী আসে যে সমস্ত উপদেশাবলী প্রদান করা হয় এবং যে অনুষ্ঠানসূচী প্রেরণ করা হয় তা কার্যকরী করাতেই সেই প্রতিজ্ঞাপালন সম্ভব।

বয়াতের সময় প্রত্যেক আহমদী এ অঙ্গীকার করে যে, ঐ সমস্ত শর্তগুলি পালনে সচেষ্ট হবে যা বয়াতের শর্তাবলীতে নির্দিষ্ট করা আছে, এবং যুগখলীফা যে সমস্ত বৈধ সিদ্ধান্তগুলিকে যা তিনি করবেন, সেগুলিকে সম্মানসূচক অনুসরণ করবে। যুগ খলীফার কাজও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর কাজ ও তাঁর (আঃ) এর উপদেশাবলীকে অগ্রাভিমূখে প্রসার করা। ইসলামের বাণীকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে বিস্তারিত করা। সুতরাং প্রত্যেক আহমদী যদি এই চিন্তাধারার সহিত নিজেকে গঠন করবে তখনই প্রকৃত আনুগত্যের মান প্রতিষ্ঠা হবে। তখনই জামাতের মাঝে একতা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই তবলীগের পথ সুগম হবে। প্রত্যেকে যদি এ কথা বলে যে আমার মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সহিত ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও ভক্তি-নিষ্ঠা বর্তমান এবং আমি তাঁর (আঃ)এর আনুগত্য করি ও নিজ নিজ পথ নির্দিষ্ট করা আরম্ভ করে দেয় তবে কখনও উন্নতি সম্ভব নয়। আহমদীয়া জামাতের সৌন্দর্য্য এতেই নিহিত যে এখানে খেলাফতের ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান

এবং যে সম্পর্ক প্রত্যেক আহমদীর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সহিত এজন্য বর্তমান যে তিনি (আঃ) আঁ হযরত (সাঃ)এর নিবেদিত প্রাণ এবং দাস তাই এই সম্পর্ককে খেলাফতের সঙ্গেও স্থাপন করা আবশ্যকীয়। এ যুগে আহমদীরা বড়ই সৌভাগ্যবান যে যেখানে আল্লাহতাআলা আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আবিষ্কারাদির উদ্ভাবন করেছেন সেক্ষেত্রে আহমদীদেরকেও তাতে অংশীদার করেছেন। ধর্মের প্রসারের জন্যও জামাতকে সুবিধাদান করেছেন। টি.ভি, ইন্টারনেট ও ওয়েব সাইট ইত্যাদি যাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বাণী ও বার্তা বর্তমান আমরা যখন ইচ্ছা সেখানে পৌঁছাতে পারি। বিভিন্ন ভাষায় তা দেখাও সম্ভব এবং শোনাও সম্ভব। সেখানে যুগ খলীফার উপদেশাবলী ও বক্তব্যগুলিকে শোনা ও পড়া সম্ভব যা কিনা কোরআন, হাদীস ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর বাণীর উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা আছে এবং তারই উপর ভিত্তি করে যা পৃথিবীতে এম.টি.এ র মাধ্যমে সর্বত্র প্রসারিত হচ্ছে। যেটি জামাতকে ঐক্যবদ্ধ করতে এক নূতন দিসা দান করেছে। সুতরাং আপনাদের প্রত্যেককে এই বিষয়টিকে সম্মুখে রাখা কর্তব্য যে এটির প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেকের আছে যে এম.টি.এ র সহিত নিজের সম্পর্ক স্থাপন করুন যাতে সেই একতার অংশে পরিণত হতে পারেন। প্রত্যেক সপ্তাহের অন্তত: খোতবা শোনার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। প্রত্যেকটি ঘর নিজস্ব পরিবারের পরিদর্শন করুন যে, ঘরের প্রতিটি সদস্য খোতবা শুনেছেন কি না। যদি স্ত্রী শুনেছেন পরন্তু স্বামী নয়, তবে কোন ফল নাই, আবার পিতা শুনেছেন কিন্তু মা এবং সন্তানরা শোনেনি তবুও কোন লাভ নাই। এই ব্যবস্থাপনা যেটি সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহতাআলা সৃষ্টি করেছেন এইজন্য যে একই সময়ে পৃথিবীর সর্ব প্রান্তে যুগ খলীফার বার্তা পৌঁছে যায়, এই শুভ লগ্নে এটির একটি মুল্যবান অংশে পরিণত হওয়ার প্রত্যেকটি আহমদীর প্রয়োজন আছে। অতএব এদিকে দৃষ্টি দিন। যদি এ কথা জানা না যায় যে, কি বলা হচ্ছে তাহলে আনুগত্য কিসের জন্য করা হবে, কথা শুনবেন তবেই আনুগত্য করতে পারবেন। সুতরাং এই বিষয়গুলি অন্বেষণ করুন যেগুলির আনুগত্য করার প্রয়োজন। আল্লাহাতাআলা করুন যেন প্রত্যেকটি ঘর এদিকে মনোযোগী হন এবং আল্লাহতাআলা আমাদের প্রশিক্ষণের জন্য যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন তা হতে পরিপূর্ণ উপকার লাভ করতে পারি এবং কেবলমাত্র প্রশিক্ষণই নয় বরং ইসলামের শিক্ষাকে প্রসারতা দানেও এটি বিশাল ভূমিকা পালন করছে। কোন কারণে যদি সরাসরি প্রসারণ না শুনতে পারেন তবে রেকডিং বা পুনঃপ্রসারণ শোনা যেতে পারে, ইন্টারনেটেও এগুলি বিদ্যমান এছাড়াও বহু বিষয়াদি ও বিশেষ করে খোতবা ইত্যাদি এতে প্রস্তুত করা থাকে।

আল্লাহতাআলা সকলকে সৌভাগ্য দান করুন যে, যেখানে আপনারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সহিত বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনে সফলতা লাভ করবেন সেখানে তাঁর (আঃ)এর পরবর্তীতে খেলাফতের ব্যবস্থাপনার সহিতও দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি করুন এবং আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হোন এবং এই সম্পর্ক ও আনুগত্য আবার আঁ হযরত (সাঃ)এর হাদীস অনুযায়ী আঁ হযরত (সাঃ) এর পূর্ণ আনুগত্য করার মাধ্যমে খোদাতাআলার আনুগত্যকারী ও তার সমর্থন অর্জনকারী হওয়া সম্ভব। আল্লাহতাআলা সবাইকে এর সৌভাগ্য প্রদান করুন। আমীন

খুতবা জুমআর শেষে হুযুর (আইঃ) মোবাল্লিগ হাফিজ মোহাম্মদ ইকবাল ওড়াইচ সাহেবের যিনি ২রা অক্টোবর, ২০১৫ মাত্র ৪৯ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন তাঁর সৎচারিত্রিক গুণাবলী এবং জামাতীয় সেবার বর্ণনা দেন ও নামাজ জানাজা গায়েব পড়ার ঘোষণা দেন।

**অনুবাদক: বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে**

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 02 October, 2015

**BOOK POST (PRINTED MATTER)**

To.....

.....

.....

**NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA**